ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৪৪(আগরতলা, ০১।১২)
বিশ্রামগঞ্জ, ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের এই প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন রাজ্যের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এবং সরকারী আধিকারিক ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হবে। আজ কাঁঠালিয়া ব্লকভিত্তিক গ্রাম স্বরাজ অভিযান-২০১৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিবর্ধিত নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজ্যে ২৪ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধার্থে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় গোল্ডেন কার্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব উদ্যোগে আয়ুষ্মান ত্রিপুরা নামে এক প্রকল্পও চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত, আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্প ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্ধনা যোজনা, পি এম- কিষাণ যোজনার মত সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের একশ শতাংশ বাস্তবায়ণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের সাথে জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং সরকারী দপ্তরগুলিকে একসাথে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিকাশে গৃহীত কর্মসূচিগুলি সঠিক সময়ে বাস্তবায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যে প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা সেই প্রকল্পে রূপায়ণেই ব্যয় করতে হবে। রাজ্যের পূর্বতন সরকার এক প্রকল্পের অর্থ অন্য খ্যাতে ব্যয় করেছে। আমাদের সরকার এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চায়না। সরকারী অর্থ যাতে সঠিকভাবে ব্যয় হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজ্যে এম জি এন রেগায় শ্রমদিবস ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি শ্রমদিবসের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এতে সুফল পাওয়া যাবে। শ্রমদিবস সৃষ্টির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এম জি এন রেগায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজের উন্নয়নের জন্য অর্থের কোন অভাব হবে না। কাজ ও খাদের অভাব রয়েছে বলে বিরোধীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হতে মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার দিশায় সরকার কাজ করছে। ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে।

*****২য় পাতায়

রাজ্যে স্বরোজগারী সৃষ্টি করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, গ্রাম স্বরাজের স্বপ্ন ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর। মহাত্মা গান্ধীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

কাঁঠালিয়া ব্লকভিত্তক গ্রাম সড়ক যোজনা ২০১৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিবর্ধিত নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, কাঁঠালিয়া বি এ সি'র চেয়ারম্যান তপন ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সোনামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, কাঁঠালিয়া ব্লকের বি ডি ও প্রবলা কান্তি দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুষ্পা ভৌমিক দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সি কে জমাতিয়া। গ্রাম স্বরাজ অভিযান উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারী কার্যালয় থেকে ১৩টি প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে দু'জন কৃষককে ভর্তুকীতে পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়। তাছাড়াও মহকুমা প্রশাসন থেকে পি আর টি সি, এস টি, এস সি, ও বি সি শংসাপত্রের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় গোল্ডেন কার্ড, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩৮ জন রক্তদান করেন।

****